

তসলিমা নাসরিন এর 'সকল গৃহ হারালো যার' নিবন্ধটি নিয়ে কিছু কথা...

শামীম মল্লিক

লেখার শুরুতেই একগোছা রজনীগন্ধা শুভেচ্ছা দিচ্ছি ভিন্নমত সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খানকে। এই শুভেচ্ছা এ জনোই তিনি প্রাপ্য যে, তাহার ভিন্নমত ওয়েব পেইজে একটি বিশেষ লেখা পোস্টের জন্যে। আমি অন্যান্যদের মতো বিতর্কিত তাঁকে লেখককে বলবো না। স্বনাম খ্যাত, প্রথিতযশা লেখক তসলিমা নাসরিনের একখানা জব্বর লেখা তিনি প্রকাশ করেছেন। অত্যন্ত রুচীবোধের পরিচয় দিলেন তিনি জনাব খান সাহেব। লেখাটির শিরোনাম 'সকল গৃহ হারালো যার'। তিনি আরও দু'জন সিদ্ধ পুরুষ এবং অত্যন্ত বলিষ্ঠ লেখকের জন্যেও প্রশংসা পাওয়ার দাবীদার। তাঁরা হলেন কবি কালী দাসের মেঘদূত কাব্য সহজ বাংলায় আমাদের উপহার দেবার জন্যে ডঃ জাফরউল্লাহ সাহেব এবং ইদানীংকালের ছগীর আলী খাঁ নাকি খাঁন। কেউ কেউতো তাকে বলেছেন নবাব আলীবর্দী খাঁর নাতি এবং কেউ আবার বলেছেন রামছাগলের বাচ্চা! কিন্তু 'আমার চোখে ছগীর আলী খান' - ... আমার চোখে ছগির আলী / জব্বর একখান চিজ্ / ব্যঙ্গ করে বুনে যাচ্ছে / হাছা কথার বীজ / কলমটা তার বেজায় ধারাল / করেন না তাই কিছুই আড়াল / লেখার মাঝেই খুঁজবো তাকে / দেখবো বুকের ছাতি / বুকের ভুলে কেউ তারে কয় / আলীবর্দী খাঁর নাতি / লিঙ্গ খোঁজে কেউ তারে কয় / রামছাগলের বাচ্চা / আমি হেসে বলতে থাকি / ঠিক বলেছো আচ্ছা !!

আমার প্রিয় ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত এবং প্রিয় লেখক ছগির আলী খান এর মতো একটু চেষ্টা করলাম আরকি। আমার মত একজন আদার বেপারীর কাছে মনে হয়েছে ভিন্নমত এর জন্মলগ্ন হতে অদ্যাবধি তসলিমা নাসরিনের লেখাটিই একটি সেরা লেখা। সদালাপেও কিছু ভালো লেখা দেখেছি। যদিও আমি তেমন সাহিত্য- টাহিত্য বুঝিনা। তসলিমা নাসরিনকে আমি লেখিকা না বলে লেখক

বলতেই পছন্দ করি। লেখকদের লিঙ্গ খোঁজার ভুলটি অন্তত: আমি করতে চাইনা। পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রী লিঙ্গরা যদি কবিতা লেখে তা হলে তাদের দু'প্রজাতিকেই কবি বলা হয় সভ্যতার খাতিরে। স্ত্রী লিঙ্গকে মহিলা কবি বলে সম্বোধন করলে শুধু তাঁকেই অপমান করা হয়নি। অপমান করা হয় পুরো কবি কুলকেই, কবি সত্ত্বাকে, লেখক সত্ত্বাকে।

আমি নিজকে একজন সিরিয়াস রিডার হিসেবে জানি। এ কথা কেউ যদি না মানে তাতে আমার কিছু যায় আসে না। আমি যা বলতে চাই, আর কোন ভনিতা না করে সরাসরি চলে যাচ্ছি সে প্রসঙ্গে। তসলিমা নাসরিন তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন করে যে নিবন্ধটি তিনি লিখেছেন- তা সাহিত্যমানের দিক থেকেও উৎরে গেছে। তাঁর সে রক্তক্ষরণের লেখাটি পড়ে আমার মগজেও রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছে। কবিতার ভাষায় বলা কথাগুলো বা শব্দগুলো আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখলাম লাল পলাশের রঙে প্রতিটি শব্দ তরতাজা রঙে রঞ্জিত। এ রক্ত একজন লেখকসত্ত্বার, দেশপ্রেমিকের, একজন কবির, একজন কথাসাহিত্যিকের, একজন গল্পকারের, একজন সাহসী কলামিস্ট এর। এ রক্তক্ষরণ স্পষ্ট করে বলার এবং সত্যকে সত্য করে বলার ফসল।

এ প্রসঙ্গে প্রবাসী একজন ছড়াকার দেওয়ান আবদুল বাসেত (যার ছড়াগ্রন্থগুলো পড়ার সুযোগ হয়েছে বর্তমান প্রযুক্তির বদৌলতে মানে সম্ভবত: তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে।) তার 'বৃষ্টিকে চিঠি' ছড়াগ্রন্থের একটি বিশাল ছড়ার কয়েকটি পংক্তি...সত্য যে মা মিষ্টি নয় / দোয়েল শ্যামার শিস্টি নয় / সত্য বলায় কষ্ট হয় / কণ্ঠোশত নষ্ট হয় / তবুওতো আসল নকল / সত্য দিয়েই পষ্ট হয়...।।

ঠিক সেই আসল নকল পষ্ট করতে গিয়েই তসলিমা নাসরিন স্বদেশের সৌদামাটির গন্ধ ছেড়ে আজ নির্বাসিত জীবন-যাপন করছেন। স্বদেশ-স্বজন, মা-মাটি-মানুষ ছেড়ে কেউ কি থাকতে পারে? পারে না! বাধ্য করা হয়েছে এ লেখককে। কিন্তু কেন? তার লেখার জন্যে? কি এমন লিখেছেন তসলিমা? যার জন্যে তাকে নির্বাসিত জীবন-যাপন করতে হচ্ছে। এ প্রশ্নগুলো আজ এক বিশাল জনগোষ্ঠীর, লক্ষকোটি পাঠকের। কেননা আজও লক্ষকোটি পাঠক জানে না তসলিমার লেখায় মাঝে কী এমন ভাইরাস আছে। যা আমাদের ধ্বংসোন্মুক্ত সমাজের জন্যে ক্ষতিকর!

দেখা গেছে যখনই তসলিমার কোন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গেই এক শ্রেণীর তথাকথিত বুদ্ধিজীবী, আমলা কাম লেখক, মৌ-লোভী লেখকরা সেই বইটির পেছনে লেগে যায়। এদের যোগ-সাজশেই দেশের নির্বাহী ক্ষমতাধরেরা লেখাটি কিংবা গ্রন্থটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই সব বুদ্ধির বেপারীরাই অবলীলায় নিজের লেখক সত্ত্বা, বুদ্ধি-বিবেক সর্বস্ব (অসহায় বেশ্যার মতো (!?)) বিক্রি করে সমস্ত সুযোগ-সুবিধা হাতিয়ে নেয়। নিজেদের চরিত্রটি পাঠকদের কাছে ঢাকা রেখে দেবতা সেজে বসেন। এদের কদর্য চেহারাটি তসলিমা সাধারণ পাঠকদের নিকট তুলে ধরেন বলেই তসলিমা এদের কাঠগড়ার আসামী, সীমালঙ্ঘনকারী! তসলিমার পেছনে লাগার আরও একটি প্রধান কারণ এদের ছাই-ভস্ম লেখা পাঠকগণ টানে। টানে তসলিমার লেখাগুলো। তসলিমা বাজারে থাকলে এদের লেখাগুলো, গ্রন্থগুলো ডাষ্টবিনে নিক্ষেপিত হবে।

নারী জাগরণের যে লেখা তসলিমা লিখেছেন বাংলাদেশের শতকরা একজন নারীও তা পড়ে পছন্দ করেছে কিংবা তা অনুসরণ করেছে তা কিন্তু আমার মনে হয়নি। কেননা শত যুগ ধরে অভ্যস্ত বাঙালি নারীগণ সেবাদাসী / যৌনদাসী হিসেবেই থাকতে পছন্দ করেন। আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীদের বোধ-বুদ্ধি অতটুকুই (সে যতই শিক্ষিত হোক) বিয়ের

উপযুক্ত হলে স্বামীর ঘরে যাবে। দু'বেলা খানাপিনার বদলা হিসেবে পুরুষের শয্যা সুখ দেবে। বাচ্চা পয়দা করবে। তাকে পূর্নাঙ্গ নাসিং দিয়ে বড় করবে। স্কুল নিয়ে যাবে। তাকে অনেক আদর্শের কথা শেখাবে। ঘরের সকল কাজও করবে মুখবুজে একজন চাকরানীর মতো। বাচ্চারা বড় হলে মেয়ে হলে বিয়ে দেবে এবং ছেলে হলে বিয়ে করাবে। নায়-নাতকুরে ঘর ভরে যাবে। বেলা শেষে একদিন সে নিজে ঝরে যাবে। ব্যাচ এটাই তাদের মানে বঙ্গ ললনাদের জীবনের বিভিন্ন অংশের চিরাচরিত পরিচয়। এই একটি বৃত্তের মধ্যেই তারা ঘোর-পাক খাচ্ছে। কিন্তু এটাই কি একজন নারী তথা একজন মানুষের জীবনের সব কিছু?! এ সনাতনী চিন্তা-চেতনা থেকে বেরিয়ে আসার জন্যেই তসলিমা বার বার আহবান করেছেন তাঁর লেখায়। তার সে উত্তমপুরুষে বর্ণনার লেখাগুলো সাহিত্যমানের সকল চমৎকারিত্বকে ছাড়িয়ে গেছে। তার সব লেখাই তার জীবনের চরম অভিজ্ঞতার ফসল। কথায় বলে.. পোঁড় খেয়ে খেয়ে যে শেখা, সেটাই জীবনের চরম শেখা। অথচ তার সে লেখার মাল-মশলা, বিষয়বস্তু, শিল্পবোধ, আহ্বানকে আমরা বার বারই বাঁকা দৃষ্টিতে দেখেছি।

প্রবাসী হবার পূর্বে মানে সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে তার অনেক কলাম পড়েছি একটি সাপ্তাহিকে। তার একটি গ্রন্থে 'ভ্রমর কইও গিয়া' শিরোনামের একটি বড় গল্প পড়ে আমি রক্তাক্ত হয়েছি। সে রক্তাক্ত আজও হচ্ছি। কেননা তা ছিলো আমাদের সমাজের একটি নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটমান বাস্তব দৃশ্য। লেখক লেখার সময় ছিলেন তার কলমের সঙ্গে অত্যন্ত সৎ। আর সৎ ছিলেন বলেই উপহার দিয়েছিলেন একের পর এক প্রাণবন্ত সব বিষয়-আশয়। আমার পাঠক জীবনে সে লেখার মতো করে আর কোন লেখা আজও পাইনি। কেননা আমরা লিখতে গেলে আর সৎ থাকতে পারি না। আমাদের কলমসৈনিকগণ নিজকে অতি মানব হিসেবে সব সময়ই নিজকে উপস্থাপন করতে ভালোবাসে। আর তার কলমের একপাশে সত্য মুখ খুবুড়ে পড়ে থাকে। সেখানে তসলিমা অবশ্যই

ব্যতিক্রম এবং তিনি অত্যন্ত সফল। তিনি গতানুগতিক ধারায় লিখেন না। তিনি প্রথাবিরোধী লেখক। তেমনি আরো একজন পন্ডিত ব্যক্তি আছেন যিনি প্রথাবিরোধী লেখক। তিনি শ্রদ্ধেয় ডঃ হুমায়ুন আজাদ। আমাদের অন্যান্য লেখকদের মতো তসলিমা গড্ডালিকা প্রবাহে নিজেকে ভাসিয়ে দেননি। তাই তাঁর প্রতি আমার আজীবনের অবনত মন্তকে শ্রদ্ধা। আমি মনে করি আমাদের দেশে আরও দু'চার জন তসলিমা নাসরিনের জন্ম হওয়া অত্যন্ত জরুরী। তিনি এই সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন চান। সংস্কার চান সিরিয়াসলী। তাইতো তিনি অতীব সাহসিকতার সঙ্গে উচ্চারণ করেন.....পান হতে খসিয়েছি সংস্কারের চুন....।। সেই চুন খসাতে গিয়ে তিনি নিজেই খসে পড়লেন নিজ বাসভূম থেকে। তাতে কি হয়েছে? তিনি আজও লক্ষকোটি পাঠকের হৃদয়ে মহারানীর স্থানটি দখল করে আছেন। তাই যদি না হবে- যখন দেশে তসলিমা ও তার বই নিয়ে চলছে দেশে তুলকালাম কাড, ঠিক তখন একজন প্রবাসী ছড়াকার দেওয়ান বাসেত তাঁকে উৎসর্গ করে একটি ছোট্ট ছড়া লিখলেন। ছড়াটি সম্ভবত: প্রথম কোন দৈনিকে এবং পরে ছড়াকারের একটি গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। ছড়াটির শিরোনাম ছিলো - তসলিমাকে.... আমায় ভালো কেউ বাসে না / আমায় দেখে কেউ হাসে না / নাইবা বাসুক / নাইবা হাসুক / আমার কিছু যায় আসে না।

জানি না এ ছড়ার জন্যে লেখককে এবং পত্রিকাওয়ালাকে কোন মাসুল দিতে হয়েছে কিনা কিংবা কেউ আবার তাদের মুরতাদ ঘোষণা করেছে কিনা। আমাদের দেশে তো এই শব্দটা যার তার বেলায়ই প্রয়োগ করা হয়। যেমন মধ্যপ্রাচ্যে কিছু বাঙালি লেখক আছেন যারা যেখানে সেখানে বিশেষন হিসেবে প্রুপদ শব্দটি ব্যবহার করে করে এর আভিধানিক অর্থটিরই বিকৃত ঘটিয়েছে! বর্তমান প্রযুক্তির জয়-জয়কার বিশ্বে সব কিছুই এখন সহজ লভ্য। তাই ছড়াকার দেওয়ান বাসেতের ছড়াগ্রন্থগুলো সম্ভবত: তাদের নিজস্ব ওয়েব সাইট থেকে পেয়ে পড়ার সৌভাগ্য হয়েছে। এ বিষয়ে আমি সদালাপ সম্পাদক এর নিকট কৃতজ্ঞ। তিনি

তার সদালাপে ভিন্নমত এবং অন্যান্য ওয়েব পেইজের লিংক করে দিয়েছেন। সেখানে মরুপলাশ নামে একটি লিংক পেয়ে ঢুকে পড়ি। আমিতো অবাক। সেই ওয়েব পেইজে রাজনীতি নিয়ে কোন প্রবন্ধ নিবন্ধ নেই। সেখানে শুধুই সাহিত্য আর সাহিত্য। আর সে থেকেই আমি নিয়মিত সেই মরুপলাশ ওয়েবপেইজের পাঠক-ভিজিটর। নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে বলতে হয় আমার মাথায় একটি বোম ফাটালেও কলম দিয়ে কোন ছন্দ আসবে না। তাই বিভিন্ন প্রসঙ্গে বার বারই দেওয়ান বাসেতের ছড়া রেফারেন্স হিসেবে এসেছে। জানি না এতে দেওয়ান বাসেত ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন কিনা। আজকাল তো আমাদের সরকার থেকে শুরু করে আমরা প্রায় সবাই পরের ধনে পোদ্ধারী করে যাচ্ছি। আমিও দেওয়ানের ছড়া দিয়ে মানে তার ধনে পোদ্ধারী করে গেলাম আর কি। আমি মনে করি কোন লেখকের কোন প্রকাশনাই নিষিদ্ধ ঘোষণা করা ঠিক নয়। যদি তাতে রাষ্ট্রবিরোধী কোন বিষয় না থাকে। কেননা লেখক যখন লেখেন তখন তার লেখাটি তার পরম সম্পত্তি। যখন তা প্রকাশিত হয়ে যায় তখন হয় পাঠকের সম্পত্তি। অতএব পাঠক লেখাটি পড়বে। সে নিজেই ভাববে-বিবেচনা করবে- কী আসল আর কী নকল। কোনটা সে গ্রহণ করবে আর কোনটা সে বর্জন করবে। একটা সময় ছিলো 'শুধুমাত্র প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্যে' এমন কিছু বই বাজারে পাওয়া যেত। যাতে পিন্‌মারা মানে স্টেপলিং করা থাকতো। আর তাতে নিষিদ্ধ সুখ আছে ভেবে অনেকেই লুকিয়ে লুকিয়ে সেই বই পড়তো। কেননা নিষিদ্ধ জিনিসের প্রতি মানুষের আজন্ম আকর্ষণ। সে সকল বই এখন আর বাজারে পাওয়া যায় না। মানে পাঠকগন নিজেরাই বর্জন করেছে। তারা তা গ্রহণ করেনি। অতএব লেখকের বলার স্বাধীনতা থাকতেই হবে। বলা এবং লেখার স্বাধীনতা থাকলেই বিভিন্ন মতের মিশ্রন থেকে একটি অনিন্দ সুন্দর জিনিস বেরিয়ে আসবে। এ বিষয়গুলো থেকেই আমরা পাঠকগন বার বার বঞ্চিত হচ্ছি। সহজ করে বলা যায় পাঠকদের বঞ্চিত করা হচ্ছে। তসলিমা নাসরিনের অধিকাংশ লেখা থেকেই পাঠকগন বঞ্চিত।

একশ্রেণীর আঁতেল এবং ভাড়াটে লেখক ও হলুদ সাংবাদিক, আমলা কাম লেখকদের পরামর্শে পত্রিকার মাধ্যমে পাঠকদের একটি বাজে ধারণা দিয়ে বইটি বাজেয়াপ্ত করেন সরকার। বিশেষ করে তসলিমার বেলায় বারবারই এমনটি ঘটেছে।

যা পাঠকদের মোটেই কাম্য ছিলোনা।

একজন লেখক যখন তার নিজের কথা লিখবেন মানে তিনি আত্মজীবনী লিখবেন তখন সম্পূর্ণ সৎ হয়েই তার জীবনের পরতে পরতে যে আনন্দ বেদনার গানগুলো লুকিয়ে আছে তা পাঠকদের শোনাবেন। সেখানে যদি একটু বেলেল্লাপনাও থেকে থাকে তাও তিনি লিখবেন। যদি তিনি সৎ হয়ে থাকেন। আমরা রক্ত-মাংসের মানুষ তাই সবার জীবনেই আলোর পাশাপাশি কিছু অন্ধকার থাকে। সেখানে কিছু গন্দমের গন্ধও থাকে। এটা ন্যাচারাল। থাকতেই পারে। সেখান থেকেও অনেক কিছু শিখেন একজন লেখক। আর তা যদি তিনি সততার সাথে বর্ণনা করে পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেন, তাতে পাঠকগণও সেখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। আর তাই করেছেন তসলিমা নাসরিন। ওনি কি ভুল করেছেন? না তিনি কোন ভুল করেননি। তার লেখা নিয়ে আজ যারা মাতামাতি করে প্রকৃতপক্ষে তাদের চরিত্র নিয়েই এখন পাঠকদের মধ্যে সন্দেহ ঘনীভূত হচ্ছে! এ কথা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

এখন সময় এসেছে। তসলিমা সম্পর্কে আমরা জানতে চাই। তাঁর লেখাগুলো আমরা পাঠকগণ পড়তে চাই। এক্ষেত্রে ভিন্নমত সম্পাদক জনাব কুদ্দুস খান বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারেন। তিনি তার নিজের ওয়েবপেইজে তসলিমার আত্মপক্ষ সমর্থন করে লেখাটি প্রকাশ করে যেমন আমাদের কৃতার্থ করেছেন। তেমনি সেই বিখ্যাত লেখিকার অন্যান্য বইগুলো (নিষিদ্ধ গ্রন্থগুলো সহ) একে একে আপনার ওয়েবপেইজে প্রকাশ করে আমার মতো সাধারণ পাঠকদের পড়ার সুবিধা করে দেবার জন্যে অনুরোধ করছি। আমরা পড়তে চাই। আমরা জানতে চাই তসলিমা নাসরিনকে। দয়া করে আমাদের আর অন্ধকারে রাখবেন না। মনে

রাখবেন জনাব কুদ্দুস খান আমপনার ভিন্নমত এবং সদালাপ বর্তমানে দেশের যে কোন হটকেক্ মার্কা দৈনিক পত্রিকার পাঠকের চেয়ে কোন অংশে কম নয় আপনাদের পাঠক সংখ্যা। অতএব আপনাদের উপর অবশ্যই বিশাল দায়িত্ব আপনার পাঠকদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের মতের মূল্য দেয়া। তাদের খুশি করা। নতুন বছর ২০০৪ ইংরেজী সাল সবার জন্যে বয়ে আনুক সাফল্যের সোনা-দানা। অস্তির বিশ্ব যেন স্থিরতায় আসে। হয় যেন বাসযোগ্য আমাদের শিশুদের জন্যে। তারা যেন জানতে পারে আমাদের দেশটার সঠিক ইতিহাস। ভাড়াটে ইতিহাসবেত্তা এবং বিকৃত ইতিহাস লেখকদের কলম যেন সত্যের দিকে ফিরে আসে। এ প্রার্থনাই আমার প্রতিদিনের, প্রতিক্ষণের।

১৩ জানুয়ারী ২০০৪

E-mail: shamim_mallik@hotmail.com